গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং- ৬সি-৮(ক-৩)/০১/ ৮২৭/৬ তারিখ: ০৫/০৪/২০২১খ্রিস্টাব্দ

বিষয় : মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং- ৮২০১/২০২০ মামলার অন্তবর্তীকালীন আদেশ অনুযায়ী আবেদনটি বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

সূত্র : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্র নং- ৩৭.০০.০০০০.০৯৩.০৪.০০৩.২১.৬০; তারিখ: ২৩/০২/২০২১খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলাধীন পান্টি ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক (কম্পিউটার বিজ্ঞান) জনাব এ কে এম বজলুল হক ১০/০৪/১৯৯৯ তারিখে যোগদান করেন এবং জানুয়ারী/২০০০ এমপিওভুক্ত হন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে ২০০৩ তারিখে তাঁর এমপিও স্থগিত করা হয় এবং পরবর্তীতে জুন/২০০৩ সাল থেকে তাঁর এমপিও ছাড়করণ করা হয়।

ডিআইএ/কুষ্টিয়া/৫০২-সি/খুলনা/১৯৮০/৫ তারিখ: ২৩/০৭/২০০৭ তারিখ এর রিপোর্টের প্রেক্ষিতে পুনরায় তাঁর বেতন/ এমপিও স্থগিত করার সুপারিশ করা হলে ব্রডশীটের জবাবের প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০/০৪/২০১০ তারিখের পত্রে তাঁর বেতন স্থগিতের বিষয়ে অব্যাহতি প্রদান করেন। কিন্তু ০৪/১২/২০১১ তারিখের ৯এ/৪০/অডিট/(ক- ৩)/১১/১৩৭৬/৬ স্মারক পত্রের প্রেক্ষিতে জনাব এ কে এম বজলুল হক এর বেতন ভাতা স্থগিত করা হয়। বেতন ভাতা ছাড়করণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বিগত ২২/০৮/২০২০ তারিখে অত্র অধিদপ্তরে আবেদন প্রেরণ করেন। উক্ত আবেদন নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে জনাব একেএম বজলুল হক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রুল জারিসহ অন্তবর্তীকালীন আদেশ প্রদান করেন। অন্তবর্তীকালীন আদেশের ৩নং বিবাদী অর্থাৎ মহাপরিচালক কে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের ২২/০৮/২০২০ তারিখের পত্রের (Annxure-N) বিষয়টি বিধি মোতাবেক ৪ সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তি করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং- ৮২০১/২০২০ এর আদেশের প্রেক্ষিতে কুষ্টিয়া জেলার পান্টি ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক (কম্পিউটার বিজ্ঞান) জনাব এ কে এম বজলুল হক এর আবেদন নিষ্পত্তির বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা আইনগত মতামত প্রদান করেন । তাঁর মতামত নিম্নরূপ:

'' জনাব এ কে এম বজলুল হক এর এমপিও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে স্থগিত করা হয়। এর বিরুদ্ধে তিনি মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং- ৮২০১/২০২০ দায়ের করেন। উক্ত রিট পিটিশনে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ বিগত ১৯/০১/২০২১ তারিখে ০৩ নং বিবাদী অর্থাৎ মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর- কে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত ২২/০৮/২০২০ তারিখের আবেদন ৪ সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তি করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

এমতাবস্থায়, বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মত হলো: মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ অনুসারে বিগত ২২/০৮/২০২০ তারিখের আবেদন অত্র অধিদপ্তর কর্তৃক বিলম্ব না করে নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন এবং নিষ্পত্তির বিষয়টি পিটিশনারকে অবহিত করতে হবে''।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রস্থ পত্র মোতাবেক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ রিট পিটিশন নং- ৮২০১/২০২০ মামলার অন্তবর্তীকালীন আদেশের প্রেক্ষিতে বাদীর ২২/০৮/২০২০ তারিখের আবেদনটি (Annxure-N) বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

বর্ণিত বিষয়ে বাদীর ২২/০৮/২০২০ তারিখের আবেদন এবং নথি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অভিযোগের প্রেক্ষিতে মাউশির পত্র নং- ৬সি/৮(ক- ৩)/০৯-৮১৫৩/০৫; তারিখ: ২৮/০৭/২০০৩খ্রি. মোতাবেক কম্পিউটার বিষয়ের প্রভাষক জনাব আ, ক, ম, বজলুল বায়েজিদ এর বেতন ভাতা স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে যাচাই বাছাই করার পর মাউশির পত্র নং- ৬সি/৮(ক-৩)/০৯-১১৩২২/০৫; তারিখ: ১৬/০৫/২০০৪খ্রি. অনুযায়ী তাঁর বেতন ভাতা ছাড়করণ করা হয়। পরবর্তীতে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলাধীন পান্টি ডিগ্রি কলেজটি পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক বিগত ০৫/০৪/২০০৭ ও ০৭/০৪/২০০৭ইং তারিখে তদন্ত করা হয়। এছাড়ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞ আইন কর্মকর্তা (উপসচিব) কর্তৃক কলেজটি তদন্ত করা হয়। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্র নং- শিম/শা: ৫/ব্রডশীট-১৩/২০০৯/১৫৮; তারিখ: ২০/০৪/২০১০খ্রি. মোতাবেক উক্ত কলেজের পরদর্শন প্রতিবেদনের ব্রডসীটে জবাবের উপর মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত প্রেরণ করেন। উক্ত ব্রডশীটে 'ইতিপূর্বে মাউশি দপ্তর জনাব বজলুল বায়েজিদ এর বেতন ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত করা হয়েছিল পরবর্তীতে তার আপত্তির বিষয়ে তদন্ত করে মাউশি পুনরায় বেতন ভাতা ছাড় করেছে। আপত্তির বিষয়টি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে' মর্মে মতামত প্রদান করে। উক্ত মতামতের সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একমত পোষণ করে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্র নং- শিম/শা:৫/ব্রডশীট-১৩/২০০৯/৩৭১; তারিখ: ১১/১০/২০১১খ্রি. মোতাবেক কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলাধীন পান্টি ডিগ্রি কলেজের ব্রডশীট জবাবের উপর মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত জানিয়ে মাউশিকে পত্র প্রেরণ করেন। তৎপ্রেক্ষিতে উক্ত পত্রের (জ) ক্রমিকে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলাধীন পান্টি ডিগ্রি কলেজের কম্পিউটার বিষয়ের প্রভাষক জনাব আ, ক, ম, বজলুল বায়েজিদ এর নিয়োগ বিধি সম্মত না হওয়ায় তার নাম এমপিও থেকে কর্তন এবং তার নিকট হতে ০১/০৬/১৯৯৯ তারিখ হতে ৩০/০৬/২০০৭ তারিখ পর্যন্ত গৃহীত ৫,০৫,৬৫৬/- টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদান এবং ৩০/০৬/২০০৭ তারিখের পরে বেতন-ভাতা গৃহীত হলে তাও আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাউশির মহাপরিচালককে অনুরোধ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে অত্র

অধিদপ্তরের পত্র নং- ৯এ/৪০/অডিট(ক-৩)/১১/১৩৭৬/৬; তারিখ: ০৪/১২/২০১১খ্রি. মোতাবেক কুষ্টিয়া জলার কুমারখালী উপজেলাধীন পান্টি ডিগ্রি কলেজের কম্পিউটার বিষয়ের প্রভাষক জনাব আ, ক, ম, বজলুল বায়েজিদ এর নাম এমপিও হতে কর্তন করা হয়।

এমতাবস্থায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্রের প্রেক্ষিতে এবং আইন শাখার মতামত নির্দেশক্রমে অবহিত করা হলো।

০৪.০৪.২০২১

(মো. আবদুল কাদের)
সহকারী পরিচালক (কলেজ-৩)
ফোন: ৯৫৫৬০৫৭
Email-ncollege@dshe.gov.bd

১। অধ্যক্ষ
পান্টি ডিগ্রি কলেজ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া

২। জনাব আ, ক, ম, বজলুল বায়েজিদ
প্রভাষক, কম্পিউটার
পান্টি ডিগ্রি কলেজ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি:

১। সভাপতি, গভর্নিং বডি, পান্টি ডিগ্রি কলেজ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া
২। শিক্ষা কর্মকর্তা (আইন) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা
৩। সংরক্ষণ নথি।